গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

রাবার বিপণন নীতিমালা, ২০২৫

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম

প্রথম অধ্যায়

১। ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলবায়ু রাবার চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। রাবার একটি সম্ভাবনাময় রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য হলেও বিপণন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, ন্যায্য মূল্য ও অবকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে এই খাত কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করতে পারছে না। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড (BRB)-এর দ্বারা একটি সমন্বিত বিপণন নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

রাবার একটি কৃষিভিত্তিক শিল্প। এটি মূলত শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি স্থিতিস্থাপক, তাপরোধী, পানিরোধী, পরিবেশ উপযোগী এবং স্বাভাবিক পরিবেশে পচনশীল। রাবারের এসকল অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে রাবারজাত কাঁচামাল থেকে নানাবিধ পন্য তৈরী হয়। রাবার গাছ রোপনের পর পাঁচ থেকে ছয় বৎসরের মধ্যে রাবার গাছ থেকে টেপিং করে কষ আহরণ করা হয়। এই কষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ঘনীভূত করে বিক্রয় উপযোগী পণ্যে রূপান্তর করা হয়। ঘণীভূত ল্যাটেক্স বা কষ দিয়ে সার্জিক্যাল গ্লোভস, বেলুন, খেলনা তৈরী করা যায় এমনকি ছাদের সিলিং, রাস্তার পিচ ঢালাই ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, ঘনীভূত তরল-কে মেকানিক্যাল প্রক্রিয়ায় রোলিং করে রোদে দিয়ে এবং ধূমঘরে বিশেষ প্রক্রিয়ায় শুকিয়ে বিভিন্ন আকারের রাবারের শিট অথবা ব্লক তৈরী করা হয়। এ সকল শিট বা ব্লক পুন:প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানীর উদ্দেশ্যে উন্নত মানের ব্লক বা শিট তৈরী করা হয়। রাবারের ঘনীভূত ল্যাটেক্স, উন্নত ব্লক বা শিট বিভিন্ন ম্যানুফেকচারিং শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

রাবার গাছ হতে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ল্যাটেক্স আহরণ করা যায় এবং জীবনচক্র হারানো রাবার গাছের কাঠ ফার্নিচার, পাল্প ও প্লাইউড শিল্পে ব্যবহার করা যায়। আমাদের জাতীয় অর্থনীতি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনমান উন্নয়নে রাবার চাষ তথা রাবার শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। রাবারের মূল্যের উত্থান-পতনের সাথে রাবার চাষ ও শিল্পের সাথে জড়িত জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্ভরশীল।

রাবার বিপণন নীতমালা একটি দেশের রাবার শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন, রাবার উৎপাদকদের স্বার্থ রক্ষা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। এটি উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে রাবার খাতকে একটি লাভজনক ও টেকসই শিল্পে পরিণত করে। তাই রাবার উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের জন্য একটি কাঠামোগত নিয়মকানুন ও নীতিমালা প্রণয়ন জরুরী। এটি রাবার শিল্পের স্থিতিশীলতা, ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা এবং বাজার দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

২। ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্যঃ

(২.১) রূপকল্প (Vision)

রাবার উৎপাদক ও সকল স্তরের অংশীজন সহায়ক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, টেকসই, সুপরিকল্পিত ও দক্ষ বিপণন ব্যবস্থা ।

(২.২) অভিলক্ষ্য (Mission)

- বাংলাদেশের রাবার খাতকে একটি টেকসই, লাভজনক ও বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে রূপান্তরিত করা, যা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এবং রাবার উৎপাদক ও শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য সমৃদ্ধির পথ তৈরি করবে।
- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রাবারের ন্যায্য মূল্য ও স্থিতিশীল চাহিদা সৃষ্টি এবং রাবার ভিত্তিক শিল্পের বিকাশে কাঁচামালের সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- বিশ্বের অন্যান্য রাবার উৎপাদনকারী দেশের তুলনায় বাংলাদেশে রাবার ও রাবারজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম বিধায় প্রক্রিয়াজাত রাবার (যেমনঃ রাবার শিট, ক্রেপ রাবার) রপ্তানিতে প্রণোদনা এবং গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।

- রাবার শিল্প থেকে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করার জন্য শুল্ক কাঠামো সুসংহত করা ও রাবার ভিত্তিক শিল্প (যেমন: টায়ার কারখানা) স্থাপনে প্রণোদনা দেওয়া।
- আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী রাবার উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ ।
- রাবার উৎপাদক সমবায় ও বিপণন কোঅপারেটিভ গঠন ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি।

(২.৩) উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives)

- পরিবেশগত ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে টেকসই রাবার উৎপাদন ও রাবার বিপণনে উৎসাহিত করা।
- রাবারের বাজারমূল্য অস্থিরতা নিরসনে স্থানীয়/প্রান্তিক পর্যায়ে ন্যূনতম ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে রাবার উৎপাদকদের প্রাপ্য ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা এবং স্থিতিশীল আয়ের নিশ্চয়তা দিয়ে রাবার চাষে উৎসাহ বৃদ্ধি করা।
- শিক্ষিত তরুণ সমাজকে রাবার উৎপাদনে সম্পৃক্তকরণ ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- রাবার শিট ও ল্যাটেক্সের গুণগত মান পরিবীক্ষণ, মান নির্ধারণ ও বিপণন সেবা প্রদানে সহায়তা করা।
- মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য নিরসনে সরকারি ক্রয়কেন্দ্র বা কোঅপারেটিভ সিস্টেমের মাধ্যমে সরাসরি রাবার উৎপাদক থেকে রাবার সংগ্রহ করার মাধ্যম হিসেবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা।
- রাবারের চাহিদা ও যোগান নিরূপণ, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণপূর্বক রাবারের বাজার দরের প্রক্ষেপণ ও এ বিষয়ে তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রচার করা।
- বাজার অবকাঠামো জোরদারকরণ, আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ এবং পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় বিপণন গ্রুপ / দল গঠন এবং উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তা / ক্রেতার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। প্রয়োজনে ই-কমার্স ভিত্তিক ডিজিটাল রাবার মার্কেটপ্লেস চালু করা।
- রাবার বোর্ডের মাধ্যমে একটি একীভূত বিপণন ব্যবস্থাপনা কাঠামো গঠন করা।
- ল্যাটেক্স, রাবার শিট এবং রাবার জাত পণ্যের গ্রেডিং. সর্টিং, প্যাকেজিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ ও বিপণন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে রাবারজাত পণ্যের মূল্য সংযোজন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

৩। বিপণন নীতিমালার আইনগত ভিত্তিঃ

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮(ঝ) ও (ট) তে উল্লিখিত কার্যাবলীর সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত উৎপাদিত রাবার বিপণন ও রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং ক্ষতিকারক কৃত্রিম রাবার সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানি, বিপণন ও ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য “রাবার বিপণন নীতিমালা, ২০২৫” প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

৪। রাবার বিপণন কাঠামো ও ব্যবস্থাপনাঃ

(৪.১) বাজারদর মনিটরিং

নিয়মিতভাবে রাবারের বাজারদর পর্যবেক্ষণ করে সংগৃহীত পণ্য বা গ্রেডভিত্তিক স্থানিক কেজিপ্রতি রাবার পণ্যের দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক বিনিময় হার সংগ্রহ, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সংকলন ও তথ্য সরবরাহ করা।

(৪.২) বাজার কারবারীদের লাইসেন্সের শ্রেণীবিন্যাসঃ

সারা দেশে রাবারের বাজার/রাবার কাঁচামাল সংরক্ষণ ও বিপণন সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য গুদাম/সংরক্ষণাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কর্তৃক নিম্নবর্ণিত তিন বছরের লাইসেন্স প্রদান করা হবেঃ

কারবারের / লাইসেন্সের প্রকৃতি	**লাইসেন্স ফি** (সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে)	**নবায়ন ফি** (সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে)	**মন্তব্য**
গুদাম (ছোট)	৫০০/-	২৫০/-	৬০০ বর্গফুট বা তার কম
গুদাম (বড়)	১০০০/-	৫০০/-	৬০০ বর্গফুট এর বেশি
আমদানিকারক	৪০০০/-	২০০০/-	
রপ্তানিকারক	২০০০/-	১০০০/-	
কোম্পানি এজেন্ট বা ব্রোকার	১০০০/-	৫০০/-	
দল বা সমিতি	৫০০/-	২৫০/-	

(৪.৩) লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কিত শর্তাবলিঃ

(৪.৩.১) প্রাথমিক যোগ্যতাঃ

- আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক/নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হতে হবে।
- আবেদনকারীর যথাযথ ট্রেড লাইসেন্স ও আয়কর সংক্রান্ত নিবন্ধন থাকতে হবে (যেমনঃ VAT, TIN) ।
- আবেদনকারীর পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারীকে “বাংলাদেশ রাবার বোর্ড ই-সার্ভিস” এ নিবন্ধিত হতে হবে ।

(৪.৩.২) ফি প্রদানঃ

- বাংলাদেশ রাবার বোর্ড (BRB) কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে।

(৪.৩.৩) প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনাগত শর্তঃ

- আধুনিক সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে (যেমন: কাঠের তাক, হাইজিন মেনে চলা ইত্যাদি) ।
- প্রাথমিক পর্যায়ে রাবার মান যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকতে হবে, যেমনঃ Dry Rubber Content (DRC) পরীক্ষা।
- রাবার চাষ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণনের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(৪.৩.৪) পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত শর্তঃ

- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র থাকতে হবে ।
- নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যেমন - অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, সিসিটিভি ক্যামেরা, নিরাপত্তা কর্মী ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য দিতে হবে।
- স্যানিটেশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে।

(৪.৩.৫) অর্থনৈতিক ও বিপণন সংক্রান্ত শর্তঃ

- রাবার সংগ্রহ ও বিপণনের জন্য একটি স্বচ্ছ হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি থাকতে হবে।
- লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারীর ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন থাকতে হবে।
- বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নির্ধারিত মূল্যনীতি ও বিপণন নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

(৪.৩.৬) গুদাম/সংরক্ষণাগারের লাইসেন্স পাওয়ার শর্তঃ

- গুদামের স্বত্ব বা মালিকানা প্রমাণের জন্য দলিলপত্র দাখিল করতে হবে।
- গুদাম অবশ্যই নির্ধারিত স্থানে (রাবার উৎপাদন অঞ্চলের নিকটে) অবস্থিত হতে হবে ও জমির বৈধ মালিকানা থাকতে হবে।
- গুদামের স্থান, আকার, ধারণা ক্ষমতা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।
- গুদামে রাবার শিট সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বায়ুচলাচল, আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, আগুন প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- গুদামে রাখা পণ্যের ইনভেন্টরি সিস্টেম থাকতে হবে।

(৪.৩.৭) আমদানি ও রপ্তানিকারকদের লাইসেন্স পাওয়ার শর্তঃ

- আমদানিকারকদের আমদানি লাইসেন্স Import Registration Certificate (IRC) এবং রপ্তানিকারকদের রপ্তানি লাইসেন্স Export Registration Certificate (ERC) থাকতে হবে ।
- প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির নামে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং ব্যাংক থেকে একটি সলভেন্সি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে।
- যদি আবেদনকারী লিমিটেড কোম্পানি হয়, তবে পরিচালক পর্ষদের তালিকা, জয়েন্ট স্টক কোম্পানির সার্টিফিকেট, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।
- যদি আবেদনকারী কোনো চেম্বার বা ট্রেড এসোসিয়েশনের সদস্য হন, তবে তার প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে।

(৪.৩.৮) দল বা সমিতির লাইসেন্স পাওয়ার শর্তঃ

- সমিতির একটি কার্যকরী উপ-আইন থাকতে হবে যা সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা এবং সদস্যদের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করবে।
- সমিতির একটি বৈধ এবং অ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে হবে, যা সদস্যদের অর্থনৈতিক বা সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক হবে।
- দল বা সমিতিকে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হতে হবে।

(৪.৩.৯) লাইসেন্সের মেয়াদ ও নবায়নঃ

- লাইসেন্সের প্রাথমিক মেয়াদ হবে ৩ বছর; পরবর্তীতে লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিন আগে নবায়ন করতে হবে।
- নবায়নের জন্য গুদাম পরিদর্শন ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে অনুমোদন দেওয়া হবে।

(৪.৩.১০) লাইসেন্স বাতিল সংক্রান্ত শর্তঃ

- যদি কেউ লাইসেন্সের শর্ত লঙ্ঘন করে, তবে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কর্তৃক লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করা হবে।
- রাবার চুরি, ভেজাল, ওজন কারচুপি বা রাবার উৎপাদক দের ঠকানো প্রমাণিত হলে লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করা হবে।

(৪.৫) লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়াঃ

ক) আবেদনপত্র সংগ্রহের পদ্ধতিঃ

১.বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের কার্যালয় বা বোর্ডের ওয়েবসাইট হতে ডাউনলোড করে আবেদন পত্র সংগ্রহ করা যাবে।

২. আবেদনপত্র ফি বাবদ টাকা ১০০/- মাত্র নির্ধারিত ব্যাংক অথবা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট হিসাব শাখায় পরিশোধ করা যাবে।

খ) আবেদনপত্র জমাদান পদ্ধতিঃ সংগৃহীত আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদিসহ প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় অথবা অনলাইনে জমা দিতে হবে।

১.আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের তিন (০৩) কপি সত্যায়িত ছবি।

২. জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।

৩. হালনাগাদ নবায়নকৃত ট্রেডলাইসেন্সের সত্যায়িত কপি।

৪. টিআইএন সনদপত্র।

৫. প্রযোজ্যক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র।

(৪.৬) রাবার বিপণন অবকাঠামো উন্নয়ন ও মনিটরিংঃ

(৪.৬.১) বিপণন প্রক্রিয়াঃ

কার্যকারক (Actors)	কার্যধারা (Actions)	ফলাফল (Output)	কার্যক্ষেত্র
বাগান মালিক	টেপিং রোলিং শিট তৈরী ধূম ঘরে শুকানো	ল্যাটেক্স, স্ক্যাব (কাপলাম, মাডলাম) রাবার শিট আর এস এস শিট	বাগান ও কারখানা
মধ্যস্বত্ত্বভোগী / কোম্পানি এজেন্ট/ গুদাম/ আড়তদার/ ব্রোকার/ সমিতি	সরাসরি ক্রয় ও মজুদ	সংগ্রহ, মজুদ	পণ্যাগার
প্রসেসিং প্রতিষ্ঠান / ব্রান্ডিং প্রতিষ্ঠান/ সমিতি	মান উন্নয়ন	ল্যাটেক্স ঘণীভূতকরণ, শিট প্রক্রিয়াজাতকরণ, গ্রেডিং এবং ব্র্যান্ডিং	কারখানা
রাবার পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান/ ক্রেতা	ব্র্যান্ডিং	উন্নতমানের শিল্প কাঁচামাল আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি	কারখানা ও শোরুম

রাবার বাগান হতে রাবার অপসারণ কালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত “রাবার বাগান হইতে রাবার অপসারণ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০১৯ অনুসরণপূর্বক নিম্নরূপ চালানপত্র এবং রেজিস্টার বজায় ও সংরক্ষণ করতে হবে।

- রাবার বাগান কর্তৃক রাবার এর উৎপাদন ও মজুদ বিবরণী (ফরম-চ) [বিধি ৪]
- মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ ব্যতীত প্রাপ্ত ও সরবরাহকৃত রাবার এর মাসিক বিবরণী (ফরম-ঙ) [বিধি ১১(২)]
- মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ ব্যতীত প্রাপ্ত রাবার ওয়ার হাউজিং রেজিস্টার (ফরম-খ) [বিধি ৬(৩)]
- রাবার বাগান হইতে পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত চালানপত্র (ফরম-ছ) [বিধি ৫(২)]
- যে সকল রাবার বাগানে ল্যাটেক্স প্রক্রিয়াকরণ কারখানা নাই সে সকল রাবার বাগান হইতে ল্যাটেক্স প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত চালানপত্র (ফরম-জ) [বিধি ৬(৪)]
- প্রক্রিয়াজাত ল্যাটেক্স প্রক্রিয়াকরণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাবার বাগান কর্তৃপক্ষের নিকট ফেরত পাঠানোর উদ্দেশ্যে প্রেরিত চালানপত্র (ফরম-ঝ) [বিধি ৬(৪)]
- রাবার বাগান হইতে পণ্যাগারে রাবার অপসারণের অবগতিপত্র (ফরম-ক) [বিধি ৬(১)]
- জীবনচক্র হারানো রাবার কাঠ আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন: রাবার বোর্ডের অনুমতি ব্যতীত রাবার বাগান হতে রাবার গাছ বা কাঠ আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ক্রয় বা বিক্রয় করা যাবে না।বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অনুমতির জন্য সুনির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

৫। রাবারজাত পণ্যের মূল্য স্থিতিশীলতা/সহনীয়করণ (সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ):

রাবার এর মূল্য স্থিতিশীলতা ব্যবস্থা বলতে সাধারণত রাবারের বাজারে দামের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ বা স্থিতিশীল করার জন্য গৃহীত নীতিমালা ও কৌশলগুলিকে বোঝায় । রাবারের মূল্য বৈশ্বিক চাহিদা, সরবরাহ, প্রকৃতিক অবস্থা (যেমন আবহাওয়া) এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে ব্যাপকভাবে ওঠানামা করতে পারে। মূল্য স্থিতিশীলতার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে, যেমন:

- **আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সংস্থা:**
  - আন্তর্জাতিক রাবার সংস্থা International Rubber Consortium (IRCo): থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি প্রধান রাবার উৎপাদনকারী দেশগুলি এই সংস্থার মাধ্যমে রাবারের সরবরাহ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে।
  - Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC): প্রাকৃতিক রাবার উৎপাদনকারী দেশগুলির সংস্থা, যা রাবারের বাজার বিশ্লেষণ ও নীতিনির্ধারণে ভূমিকা রাখে।
  - এ সকল সংগঠন সমূহের সদস্যপদ লাভের মাধ্যমে উচ্চ রাবার উৎপাদনশীল দেশসমূহ (যেমনঃ থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া) এর ন্যায় রাবারের সরবরাহ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বাজার বিশ্লেষণ এবং নীতিনির্ধারণে ভূমিকা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।
- **বাফার স্টক (Buffer Stock) ব্যবস্থা:**
  - রাবারের মূল্য খুব কমে গেলে সরকার বা সংস্থাগুলি বাজারে থেকে রাবার কিনে মজুদ করবে (স্টক তৈরি করে), যাতে দাম স্থিতিশীল থাকে।
  - আবার দাম বেড়ে গেলে এই মজুদ থেকে রাবার বিক্রি করে বাজারে সরবরাহ বাড়ানো হবে, যাতে দাম কমে।
- **বৈচিত্র্যকরণ ও মূল্য সংযোজন:**
  - রাবার উৎপাদকদের জন্য রাবার থেকে উচ্চমূল্যের পণ্য (যেমন টায়ার, গ্লাভস) তৈরি করে বাজার সম্প্রসারণ।
- **বীমা ও ঋণ সহায়তা:**
  - প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বাজার বিপর্যয়ের সময় রাবার উৎপাদকদের বীমা এবং মৌসুমি গুদামজাত সুবিধা ও ঋণ সহায়তা প্রদান।

৬। রাবারজাত পণ্যের আমদানি ও রপ্তানিঃ

বাংলাদেশে রাবার ও রাবারজাত পণ্যের আমদানি ও রপ্তানি নীতিমালা সরকারি বিধি-বিধান, শুল্ক নীতি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হয় । বাংলাদেশ রাবার বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালন করে।

(৬.১) রাবারজাত পণ্যের আমদানি নীতিমালা

ক. শর্ত ও নিয়ন্ত্রণ:

- আমদানিকারককে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমোদন নিতে হবে।

- কাঁচা রাবারের আমদানিতে শুল্ক হার কম থাকবে (স্থানীয় উৎপাদন রক্ষার্থে) এবং প্রক্রিয়াজাত রাবার পণ্য (যেমন টায়ার, টিউব, ফোম) আমদানিতে উচ্চ শুল্ক বা ভ্যাট প্রযোজ্য হবে।

- মান নিয়ন্ত্রণ: আমদানিকৃত রাবারজাত পণ্য বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI) বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (যেমনঃ ISO, ASTM) মেনে চলতে হবে।

খ. নিষিদ্ধ বা সীমিত আমদানি:

- কিছু রাবারজাত পণ্য (যেমন ব্যবহৃত টায়ার) পরিবেশগত কারণে আমদানি নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত হবে।

- সরকার ক্ষেত্র বিশেষে স্থানীয় শিল্প রক্ষার্থে নির্দিষ্ট রাবারজাত পণ্যের/ল্যাটেক্সের আমদানি সীমাবদ্ধ করতে পারবে।

গ. প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:

- বিল অব এন্ট্রি (BoE)

- কমার্শিয়াল ইনভয়েস

- টেস্ট রিপোর্ট (মান যাচাই)

- বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

ঘ. আমদানি কর নির্ধারণ: দেশীয় রাবার উৎপাদক ও স্থানীয় রাবার শিল্প কারখানার সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়তার নিরিখে আমদানি কর নির্ধারণ করা হবে।

(৬.২) রাবারজাত পণ্যের রপ্তানি নীতিমালা

রাবার শিল্প কাঁচামাল হিসেবে তালিকাভূক্ত রপ্তানিযোগ্য ঘনীভূত কষ বা ল্যাটেক্স ও মোড়কজাতকৃত শিট রপ্তানিকরনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হবে। এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডে একটি অনুমোদন কমিটি থাকবে। বোর্ডের পক্ষে এই কমিটি অনুমতি প্রদান করবে এবং আমদানি বা রপ্তানিকারকের অনুকূলে একটি রেজিস্ট্রেশান (নিবন্ধন) নম্বর তথা সদস্য সনদ বরাদ্দ করা হবে। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অনুমতির জন্য রপ্তানিকারককে সুনির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে হবে।

(৬.৩) আমদানি / রপ্তানি নিবন্ধন:

(৬.৩.১). কেবলমাত্র বৈধ নিবন্ধনধারী বাংলাদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি বা বিদেশ থেকে আমদানি করতে পারবেন। বাংলাদেশে বিদ্যমান মূসক নীতি, আমদানি বা রপ্তানি নীতিতে উল্লিখিত পদ্ধতি ও বিধিনিষেধ অনুসরণপূর্বক যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।

(৬.৩.২). রাবার বাগান হতে রাবার অপসারণ কালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত “রাবার বাগান হইতে রাবার অপসারণ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০১৯ অনুসরণর্পুবক নিম্নরূপ চালানপত্র এবং রেজিস্টার বজায় ও সংরক্ষণ করতে হবে।

ক) বিশেষ চালানপত্র (রাবার) (ফরম-গ) [বিধি ৭(১)]

খ) বিশেষ চালানপত্র [কেবল মাত্র রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য] উদ্দেশ্যে প্রেরিত চালানপত্র (ফরম-ঘ) [বিধি ৯(২)]

ক. শর্ত ও সুবিধা:

রপ্তানি উৎসাহ: রাবার ও রাবারজাত পণ্য রপ্তানিকারকদের ক্যাশ ইনসেনটিভ, ট্যাক্স রিবেট বা ডিউটি ড্রব্যাক সুবিধা দেওয়া হবে।

- "Rubber Export Facilitation Cell" গঠন, যেখানে এক্সপোর্টারদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, মান নিয়ন্ত্রণ ও শুল্ক সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

- এক্সপোর্ট বোনাস ও ভ্যাট রেয়াত নীতিমালা প্রণয়ন

- বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের কর্তৃক উৎপাদনকারী, শিল্প ব্যবহারকারী এবং রপ্তানিকারকদের সাথে সংযোগ স্থাপন

- জিএসপি সুবিধা: ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) ও অন্যান্য দেশে Generalized System of Preferences (GSP) সুবিধায় শুল্কমুক্ত বা কম শুল্কে রপ্তানি করা হবে ।

খ. রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা বা নিয়ন্ত্রণ:

- সরকার ক্ষেত্র বিশেষে চাহিদা মোতাবেক রাবার ল্যাটেক্স বা রাবার শিট রপ্তানি নিষিদ্ধ বা কোটা ভিত্তিক করবে।

- পরিবেশবান্ধব শর্ত: কিছু রাবার পণ্য (যেমন পুনর্ব্যবহৃত রাবার) রপ্তানির জন্য বিশেষ পরিবেশগত সার্টিফিকেট প্রয়োজন হবে।

গ. প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন:

- রপ্তানি পারমিট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

- বিল অব এক্সপোর্ট (BoE)

- ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেট (প্রাকৃতিক রাবারের জন্য)

- ব্যাংক রিয়ালাইজেশন সার্টিফিকেট (বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী)

(৬.৪) বিশেষ নীতিমালা (বাংলাদেশ রাবার বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়):

- সরকার কর্তৃক আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে বা রপ্তানি ভর্তুকি দিয়ে স্থানীয় রাবার শিল্পকে সহায়তা প্রদান করা।

- বিনিয়োগ উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত রাবার প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) সুবিধা প্রদান করা।

৭। রাবারজাত পণ্যের সংগ্রহ গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণাগার ব্যবস্থাপনাঃ

রাবারজাত পণ্যের সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণাগার ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যা পণ্যের গুণগত মান ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে। নিচে এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

(৭.১) সংগ্রহ (Collection)

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারিভাবে রাবার সংগ্রহ কেন্দ্র ও গুদাম নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতিঃ

- কাঁচা রাবার (Latex): গাছের বাকল কেটে ল্যাটেক্স সংগ্রহ করা হয় । এটি পরিষ্কার ও নির্দিষ্ট পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

- প্রক্রিয়াজাত রাবার: শিট রাবার, ক্রাম্প রাবার ইত্যাদি সরাসরি সংগ্রহ করা হয় ।

পরিবহন: যেহেতু ৪-৬ ঘন্টার মধ্যে ল্যাটেক্স সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত হয়।তাই সংগ্রহকৃত ল্যাটেক্স দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে বা গুদামে পাঠাতে হবে যাতে তা নষ্ট না হয় ।

- সরকারি/বেসরকারি অংশীদারিত্বে প্রক্রিয়াজাত প্ল্যান্ট স্থাপন।

(৭.২) গুদামজাতকরণ (Warehousing)

গুদামের অবস্থান: গুদাম শুষ্ক, ঠান্ডা এবং ভালো বায়ু চলাচল যুক্ত স্থানে হওয়া উচিত।

শেলফিং ও স্ট্যাকিং:

- রাবার শিট বা ব্লকগুলি কাঠের বা প্লাস্টিকের প্যালেটে স্ট্যাক করতে হবে যাতে মেঝে থেকে দূরে থাকে।

- ওভারস্ট্যাকিং এড়িয়ে চলতে হবে যাতে পণ্যের বিকৃতি না হয় ।

প্যাকেজিং:

- রাবারজাত পণ্য সাধারণত পলিথিন দ্বারা প্যাক করা হয় যাতে বায়ু ও আর্দ্রতা প্রবেশ না করে তা সুনিশ্চিত হয়।

- প্যাকেটে লেবেল সংযুক্ত করে উৎপাদন তারিখ, ব্যাচ নম্বর ও মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে।

(৭.৩) সংরক্ষণাগার ব্যবস্থাপনা (Storage Management)

তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ:

- Internet of Things (IoT) সেন্সর দিয়ে রাবার গুদামের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যাতে গুণগত মান বজায় থাকে।

- আদর্শ তাপমাত্রা: ১০-২৫±C

- আর্দ্রতা: ৫০-৬০% এর মধ্যে রাখতে হবে। উচ্চ আর্দ্রতায় রাবার ফাঙ্গাস আক্রান্ত হতে পারে।

- এয়ার কন্ডিশনড বা ডিহিউমিডিফায়ার ব্যবহার করা যেতে পারে।

আলো ও বায়ু চলাচল:

- গুদামে পরোক্ষ আলো ব্যবহার করতে হবে UV রশ্মি রাবারের গুণগত মান নষ্ট করতে পারে।

- পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা যাতে গুদামে দূষিত বায়ু জমে না থাকে।

পেস্ট ও কীটনাশক ব্যবস্থাপনা:

- রাবার পোকামাকড় ও ইঁদুরের আকর্ষণ করে, তাই নিয়মিত কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে (কিন্তু রাবারের সংস্পর্শে আসা এড়িয়ে)।

- ফাঙ্গাস প্রতিরোধের জন্য অ্যান্টি-ফাঙ্গাল এজেন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৭.৪) নিরাপত্তা ব্যবস্থা

আগুন নিরাপত্তা: রাবার দাহ্য পদার্থ, তাই গুদামে ফায়ার এক্সটিংগুইশার ও স্মোক ডিটেক্টর থাকা আবশ্যক।

পরিচ্ছন্নতা: গুদাম নিয়মিত পরিষ্কার করা যাতে ধুলো ও জীবাণু জমে না থাকে।

(৭.৫) গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ (QC)

- নিয়মিত রাবারের নমুনা পরীক্ষা করে এর স্থিতিস্থাপকতা, শক্তি ও অন্যান্য গুণাগুণ যাচাই করতে হবে।

- American Society for Testing and Materials (ASTM) বা International Organization for Standardization (ISO) মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে

- যথাযথ কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত মান অনুযায়ী রাবার গ্রেডিং ও ল্যাব স্থাপন করা

চতুর্থ অধ্যায়

৮। রাবার বিপণনে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারঃ

(৮.১) রাবার বিপণনে ডিজিটাল তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার:

রাবার শিল্পে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ব্লকচেইন, আইওটি (IoT), বিগ ডেটা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), এবং ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের মতো প্রযুক্তিগুলি রাবারের উৎপাদন, সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা, বিপণন ও মূল্য নির্ধারণে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে।

(৮.১.১) ই-কমার্স ও অনলাইন মার্কেটপ্লেস:

Business-to-Business (B2B) প্ল্যাটফর্ম ও Business-to-Consumer (B2C) প্ল্যাটফর্মঃ

- Alibaba, Tradewheel, Indiamart-এর মতো গ্লোবাল মার্কেটপ্লেসে রাবার ও রাবার-জাত পণ্য (যেমন টায়ার, গ্লাভস) বিক্রি করা যায় ।
- বাংলাদেশে bikroy.com-এর মতো স্থানীয় প্ল্যাটফর্মেও রাবারের কাঁচামাল বা প্রক্রিয়াজাত পণ্য তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে।
- Amazon, eBay, Daraz-এ রাবার-ভিত্তিক পণ্য (যেমন রাবারের ব্যান্ড, ফ্লোর ম্যাট) সরাসরি ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করা যায় ।
- সরাসরি উৎপাদনকারী এবং কাঁচামাল ক্রয়কারীদের জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরী।

(৮.১.২) সরবরাহ শৃঙ্খল ট্র্যাকিং:

- প্রযুক্তি ব্যবহার করে রাবারের উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত পুরো সরবরাহ চেইন ট্র্যাক করা যায়।
- নকল রাবার শনাক্তকরণ।
- সিনথেটিক বা নিম্নমানের রাবারের সাথে প্রাকৃতিক রাবার মিশ্রণ শনাক্ত করতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ডিজিটাল সার্টিফিকেশন ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৮.১.৩) ইন্টারনেট অব থিংস (IoT) ও স্মার্ট ফার্মিং:

- রাবার উৎপাদন পর্যবেক্ষণ
- প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাটির আর্দ্রতা, তাপমাত্রা এবং গাছের স্বাস্থ্য মনিটরিং করা যায়, যা উৎপাদনশীলতা বাড়ায়

উদাহরণঃ Bloomberg Terminal, Reuters Eikon-এর মতো টুলস।

(৮.১.৪) ডিজিটাল পেমেন্ট:

- অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম: bKash, Nagad, GooglePay, এর মতো ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক লেনদেন সহজ করা।

(৮.১.৫) সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিজিটাল মার্কেটিং:

- **টার্গেটেড বিজ্ঞাপন:** Facebook, Instagram, LinkedIn-এ রাবার-সম্পর্কিত পণ্যের বিজ্ঞাপন দিয়ে নির্দিষ্ট ক্রেতা (যেমন টায়ার কোম্পানি, রাবার প্রসেসিং ইউনিট) কাছে পৌঁছানো।
- **কন্টেন্ট মার্কেটিং:** ব্লগ, YouTube ভিডিও, ওয়েবিনার, রিলের মাধ্যমে রাবারের ব্যবহার, সুবিধা এবং বাজার প্রবণতা সম্পর্কে তথ্য শেয়ার করে ব্র্যান্ড তৈরি করা।
- বাংলাদেশ রাবার বোর্ড (BRB) পরিচালিত ডিজিটাল রাবার বিপণন প্ল্যাটফর্মে রাবার উৎপাদক নিবন্ধন, বাজারদর প্রকাশ, পাইকার/ক্রেতার সাথে যোগাযোগ করা।
- Mobile App: "BRB-Rubber Connect" - বাংলাদেশ রাবার বোর্ড (BRB) দ্বারা রাবার উৎপাদক ও ব্যবসায়ীর জন্য মোবাইল অ্যাপ তৈরি।

৯। রাবারজাত পণ্যের সাপ্লাই চেইন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নঃ

বাংলাদেশে রাবার শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সাপ্লাই চেইন ও পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাবার উৎপাদন থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা না থাকার কারণে উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াকরণকারী ও রপ্তানিকারকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। রাবার সংগ্রহ কেন্দ্র অপর্যাপ্ত হওয়ায় রাবার উৎপাদকদের কাছ থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে রাবার সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না। রাবার পচনশীল না হলেও দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণে পর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং মান নিয়ন্ত্রণ জরুরি। ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতে সরবরাহ শৃঙ্খলে একাধিক মধ্যস্বত্বভোগী যাতে না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। রপ্তানির জন্য লজিস্টিকস ও কাস্টমস প্রক্রিয়ায় জটিলতা দূর করা প্রয়োজন।

নিচে রাবারজাত পণ্যের সাপ্লাই চেইন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কৌশলগুলো বিশ্লেষণ করা হলো:

(৯.১) সাপ্লাই চেইন উন্নয়নের কৌশল

ক. সংগ্রহ ও প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

- স্থানীয় সংগ্রহ কেন্দ্র (Local Collection Hub) প্রতিষ্ঠা

- রাবার উৎপাদনকারী এলাকাগুলোতে (যেমন: পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার) কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার তৈরি, যেখানে রাবার গ্রেডিং, প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ ও প্যাকেজিং করা হবে।

- কো-অপারেটিভ মডেল চালু করে রাবার উৎপাদক দের সংগঠিত করা।

- মান নিয়ন্ত্রণ ও স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন:

- বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI)-এর সহায়তায় রাবারের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ।

- আইএসও/এএসটিএম স্ট্যান্ডার্ড মেনে রপ্তানিযোগ্য রাবার প্রস্তুত করা।

খ. পরিবহন ও লজিস্টিকস নেটওয়ার্ক উন্নয়ন

- বিশেষায়িত পরিবহন ব্যবস্থা:

- রাবার ট্রান্সপোর্টের জন্য নিরোধক (Insulated) ট্রাক/কন্টেইনার ব্যবহার, যাতে তাপ ও আর্দ্রতার প্রভাব কমে।

- রেল ও নৌপথের ব্যবহার বৃদ্ধি করে খরচ কমানো (বাংলাদেশ রেলওয়ে ও বিআইডব্লিউটিএ-এর সাথে সমন্বয়) ।

- কোল্ড স্টোরেজ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা:

- রাবার সংরক্ষণের জন্য শুষ্ক ও নিরাপদ গুদাম নির্মাণ।

- প্রাইভেট সেক্টরের বিনিয়োগ আকর্ষণ (যেমন: এগ্রো-প্রসেসিং জোনে গুদাম সুবিধা) ।

গ. প্রযুক্তির ব্যবহার (ডিজিটাল সাপ্লাই চেইন)

- রাবারের উৎপাদন থেকে রপ্তানি পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ ট্র্যাক করতে ডিজিটাল লেজার সিস্টেম চালু করা।

- QR কোড/ব্যারকোড ব্যবহার করে পণ্যের গুণাগুণ ও উৎস যাচাই।

- প্রযুক্তি ভিত্তিক পাইলট প্রজেক্ট চালু (যেমন: IoT-ভিত্তিক ট্র্যাকিং সিস্টেম) ।

রিয়েল-টাইম মনিটরিং:

- Internet of Things (IoT) সেন্সর ব্যবহার করে পরিবহনের সময় তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ।

- Enterprise Resource Planning (ERP)/Systems Applications and Products in Data Processing (SAP) সফটওয়্যার ব্যবহার করে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট।

ঘ. রপ্তানি লজিস্টিকস সহজীকরণ

- কাস্টমস প্রক্রিয়া দ্রুততর করা:

- বাংলাদেশ রাবার বোর্ড (BRB) ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)-এর সমন্বয়ে সিঙ্গেল উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স চালু করা।

- এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো (EPB)-এর মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের জন্য সহায়তা বৃদ্ধি।

- আন্তর্জাতিক বন্দর সুবিধা:

- চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের সক্ষমতা বাড়ানো।

- ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট (FTA) ব্যবহার করে ভারত, চীন ও ইউরোপের বাজারে সুবিধা নেওয়া।

(৯.৩). সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ

সরকারি উদ্যোগ:

- বাংলাদেশ রাবার বোর্ড-এর নেতৃত্বে সাপ্লাই চেইন টাস্কফোর্স গঠন।
- বাংলাদেশ রাবার নীতি ২০১০ বাস্তবায়ন করে সাপ্লাই চেইন উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ।
- Public-Private Partnership (PPP) মডেল-এ রাবার লজিস্টিকস পার্ক নির্মাণ।
- রাবার এক্সপোর্ট জোন প্রতিষ্ঠা (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার) ।
- বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের সাথে স্টেকহোল্ডারগণদের আলোচনা সাপেক্ষে সাপ্লাই চেইন রোডম্যাপ প্রণয়ন।

প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণ:

- মাল্টি-মডাল ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি রাবার পরিবহনে বিনিয়োগ করলে সুবিধা।
- ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম (যেমন: চালান, রকমারি বিজনেস) ব্যবহার করে রাবারজাত পণ্যের বিপণন।
- রাবার উৎপাদক -শিল্প সংযোগ জোরদার করতে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং প্রসার।
- প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর সাথে সমন্বয় করে লজিস্টিকস নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা।

রাবার শিল্পের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে সাপ্লাই চেইন ও পরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন জরুরি। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক বাজার সংযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাবারজাত পণ্যের একটি গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন হাব হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে।

১০। তদারকি ও মূল্যায়নঃ

রাবারের উৎপাদন, গুণগত মান, বিপণন প্রক্রিয়া ও মূল্য নির্ধারণে কার্যকর তদারকি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা অপরিহার্য। বাংলাদেশ রাবার বোর্ড (BRB)-'র আওতায় নিবন্ধিত রাবার উৎপাদকদের তালিকা তৈরি করা, প্রশিক্ষণ, বাগান ব্যবস্থাপনা, ট্যাপিং ও সংগ্রহে প্রযুক্তি সহায়তা করা এবং মোবাইল অ্যাপ/ওয়েবসাইট এর দ্বারা বাজারদর ও তথ্য প্রদান করার মাধ্যমে উৎপাদক ও বিপণন পর্যায়ে তদারকি ও মূল্যায়ন করা সম্ভব। নিচে রাবার বিপণনের বিভিন্ন স্তরে তদারকি ও মূল্যায়নের প্রক্রিয়া বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

(১০.১) তদারকি (Monitoring) ব্যবস্থা

ক. উৎপাদন পর্যায়ে তদারকি

- মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন: রাবার বাগানের উৎপাদন পদ্ধতি, গাছের স্বাস্থ্য ও ল্যাটেক্স সংগ্রহ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ।

- মান নিয়ন্ত্রণ: সংগ্রহকৃত ল্যাটেক্সের pH মাত্রা ও প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ পর্যবেক্ষণ।

খ. প্রক্রিয়াকরণ পর্যায়ে তদারকি

- রাবার শিল্প কারখানা পরিদর্শন: রাবার শিট (RSS), ব্লক রাবার (TSR) রাবার প্রস্তুত প্রণালী পর্যবেক্ষণ।

- মান নিয়ন্ত্রণ:

- Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) বা আন্তর্জাতিক মানদন্ড American Society for Testing and Materials (ASTM) বা International Organization for Standardization (ISO) মানদন্ড অনুসরণ।

- গ্রেডিং সিস্টেম (RSS 1, RSS 3, TSR 20 ইত্যাদি) যাচাই।

গ. বিপণন চ্যানেল তদারকি

- মধ্যস্বত্বভোগী নিয়ন্ত্রণ: রাবার উৎপাদক থেকে সংগ্রহকারী, বিক্রেতা ও রপ্তানিকারক পর্যন্ত সরবরাহ শৃঙ্খল পর্যবেক্ষণ।

- মূল্য পর্যবেক্ষণ: স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রাবারের দামের ওঠানামা বিশ্লেষণ।

ঘ. রপ্তানি ও আমদানি তদারকি

- রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই:

- ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেট

- কোয়ালিটি টেস্ট রিপোর্ট (BSTI/স্বীকৃত ল্যাব)

- লেটার অব ক্রেডিট (LC) ও শিপমেন্ট ডকুমেন্টেশন

(১০.২) মূল্যায়ন (Evaluation) পদ্ধতি

রাবার বিপণনের সাফল্য ও দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে:

ক. অর্থনৈতিক মূল্যায়ন

- লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণ: উৎপাদন ব্যয়, বিপণন ব্যয় ও বিক্রয় মূল্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

- বাজার মূল্য প্রবণতা:

- স্থানীয় বাজার: বাংলাদেশের রাবার মূল্যের (প্রতি কেজি/টন) তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

- আন্তর্জাতিক বাজার: সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া বা Tokyo Commodity Exchange ((TOCOM) জাপান) এ রাবারের ফিউচার প্রাইস ট্র্যাকিং।

খ. গুণগত মূল্যায়ন

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮(ণ) অনুযায়ী রাবার গবেষণা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা ও নিম্নলিখিত মূল্যায়ন বাস্তবায়ন করাঃ

- প্রোডাক্ট কোয়ালিটি টেস্টিংঃ মেকানিক্যাল টেস্ট (টেনসাইল স্ট্রেন্থ, ইলাস্টিসিটি), কেমিক্যাল টেস্ট (প্রোটিন, অ্যাশ কন্টেন্ট)
- গ্রাহক সন্তুষ্টি: ক্রেতাদের ফিডব্যাক ও রিটার্ন রেট বিশ্লেষণ।

গ. পরিবেশ ও সামাজিক মূল্যায়ন

- পরিবেশগত প্রভাব: রাবার শিল্প প্রক্রিয়াকরণে মাটি, পানি ও বায়ু দূষণের মাত্রা মূল্যায়ন করা।

- কর্মী নিরাপত্তা: শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

ঘ. নীতিগত দক্ষতা মূল্যায়ন

- সরকারি নীতি প্রভাব: রাবার উৎপাদনে ভর্তুকি, রপ্তানি প্রণোদনা বা শুল্ক নীতির কার্যকারিতা বিশ্লেষণ।

- বিপণন কৌশল: ডাইরেক্ট সেল, এক্সপোর্ট বা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর সাফল্য পরিমাপ।

(১০.৩) তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য টুলস ও প্রতিষ্ঠান

-ড্যাশবোর্ড সফ্টওয়্যার: রাবার সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের জন্য Enterprise Resource Planning (ERP) বা Internet of Things (IoT) ভিত্তিক মনিটরিং সিস্টেম।

দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান:

- বাংলাদেশ রাবার বোর্ড

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)

- এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো (EPB)

- বাংলাদেশ ব্যাংক (রপ্তানি আয় মনিটরিং)

(১০.৪) তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য সর্বোত্তম অনুশীলন (Best Practices):

- ডাটা-ড্রিভেন ডিসিশন মেকিং: রাবার বাজারের ট্রেন্ড ডেটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।
- ট্রেসেবিলিটি সিস্টেম: ব্লকচেইন বা QR কোড ব্যবহার করে রাবারের উৎস ও মান যাচাই।
- স্টেকহোল্ডার কলাবরেশন: সরকার, বেসরকারি সংস্থা ও রাবার উৎপাদক দের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি।
- বাংলাদেশ রাবার বোর্ড (BRB) -এর অধীনে ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন রিপোর্ট।
- রাবার বাজারে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড (BRB) পরিদর্শক দল গঠন।
- উৎপাদন থেকে বিক্রয় পর্যন্ত ট্রেসেবিলিটি সিস্টেম বাস্তবায়ন।
- রিয়েল-টাইম প্রাইস মনির্টরিং সিস্টেম চালু করা।
- রাবার উৎপাদকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে রাবার গ্রেডিং ও মান নিয়ন্ত্রণ শেখানো।
- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম (ই-কমার্স বা B2B মার্কেটপ্লেস) এর মাধ্যমে বিক্রয় বৃদ্ধি।